গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
www.erd.gov.bd

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

০৪ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মধ্যে **Sustainable Economic Recovery Program-Subprogram 1** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার Ordinary Capital Resources (OCR Regular) এবং "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প"-এ অর্থায়নের লক্ষ্যে **"South Asia Subregional Economic Cooperation Dhaka-Sylhet Corridor Road Investment Project–Tranche-1"**–শীর্ষক ৪০০.০০ (চার শত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ঋণচুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকার পক্ষে **মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন**, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এডিবি পক্ষে **Mr. Manmohan Parkash**, Country Director, বাংলাদেশ আবাসিক মিশন ঋণচুক্তিদ্বয় স্বাক্ষর করেন। উক্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষরকালে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি, জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ও এডিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

1. Sustainable Economic Recovery Program – Subprogram 1

অর্থ বিভাগের আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কার্যক্রম বিভাগ এবং সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য Sustainable Economic Recovery Program-Subprogram 1 শীর্ষক কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো:- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মজবুতীকরণ এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবাসমূহ প্রাপ্তি সহজীকরণ। ঋণচুক্তি অনুযায়ী এ কর্মসূচির পূর্বশর্তসমূহ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর মধ্যে অর্জিত হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এই কর্মসূচির পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে Subprogram 2 এর আওতায় ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর আরও একটি Policy Based ঋণচুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত বছরের মে মাসে Covid 19 Active response and expenditure support program শীর্ষক ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর এবং চলতি বছরের জুন মাসে Strengthening Social Resilience Program (Subprogram 1) শীর্ষক ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর দুটি ঋণচুক্তি এডিবি এর সাথে স্বাক্ষরিত হয়। দুটি ঋণের অর্থ কোভিড ১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবজনিত বিপর্যয় হতে অর্থনৈতিক পুনুরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাজেট সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

2. SASEC Dhaka-Sylhet Corridor Road Investment Project

বিদ্যমান ২-লেন বিশিষ্ট ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়কের (এন-২) উভয় পার্শ্বে ধীর গতির যান চলাচলের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ প্রায় ২০৯.৩৩ কিলোমিটার সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ দেশের সড়ক (ঢাকা-সিলেট করিডোর) পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন।এ করিডর ও এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক, বিমসটেক করিডোর, সার্ক করিডোরসহ আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর ফলে ঢাকা-সিলেট আন্তর্জাতিক করিডোরের দক্ষতা কানেকটিভিটি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, এ প্রকল্পের মাধ্যমে মহাসড়কে নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার স্বার্থে ফ্লাইওভার, বাঁক সরলীকরণ, রেলওয়ে ওভারপাস, পথচারি পারাপার, নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ, একইসাথে সড়ক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সড়ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের সাথে রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং ভ্রমণ সময় প্রায় ২ ঘন্টা হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প"-এর ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১৬,৯১৮.৫৯ কোটি টাকা (প্রায় ১৯৯৫.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এর মধ্যে জিওবি ৩,৬৭৩.৯০ কোটি টাকা (প্রায় ৪৩৩.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও প্রকল্প সাহায্য ১৩,২৪৪.৬৯ কোটি টাকা (প্রায় ১৫৬১.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (ডিপিপি অনুযায়ী ১ মার্কিন ডলার = ৮৪.৮০ টাকা বিনিময় হারে)। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হলো সড়ক ও

জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) এবং উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয় হলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

এডিবি ‘‘সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প"-এর জন্য গত ২৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে Multi-tranche Financing Facilities (MFF)-এর আওতায় ৪টি Tranche (কিস্তি)-এর মোট ১৭৮০.০০ (এক হাজার সাত শত আশি) মিলিয়ন মার্কিন ডলার [সমতুল্য প্রায় ১৫,০৮৮.২৪ (পনের হাজার আটাশি দশমিক দুই চার) কোটি টাকা] Ordinary Capital Resources (OCR) ঋণ অনুমোদন করেছে। এখন পর্যন্ত কোন প্রকল্পের বিপরীতে এটাই এডিবি প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ঋণ। উক্ত ঋণ Tranche-1 (২০২১): ৪০০.০০, Tranche-2 (২০২৩): ৫০০.০০, Tranche-3 (২০২৫): ৬০০.০০, Tranche-4 (২০২৭): ২৮০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রদান করবে। উক্ত ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যে গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে এডিবি’র সঙ্গে একটি Framework Financing Agreement (FFA) স্বাক্ষর করা হয়েছে। উক্ত FFA-এর আওতায় প্রত্যেক Tranche-এর জন্য এডিবি’র সাথে পর্যায়ক্রমে পৃথক-পৃথক ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে এডিবি Tranche-1 (১ম কিস্তি) এর ৪০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার OCR ঋণ অনুমোদন করে, ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। সে অনুযায়ী আজ Tranche-1 এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

Tranche-1 এর ৪০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার OCR ঋণ ৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৫ বছরে পরিশোধযোগ্য এবং সুদের হার LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) + ০.৫০%। এছাড়া, ০.১০% হারে ম্যাচুরিটি প্রিমিয়াম এবং আনডিসবার্সড ঋণের ওপর ০.১৫% হারে কমিটমেন্ট চার্জ প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের আওতায় এডিবি’র অর্থায়নে পূর্তকাজ, মালামাল ও সেবাদি সংগ্রহ (Procurement)-এর ক্ষেত্রে এডিবি’র Guidelines অনুসরণ করতে হবে।

এডিবি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এর সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে এ সংস্থা তাদের আর্থিক সহায়তার একটি বড় অংশ বাংলাদেশকে প্রদান করে আসছে। এডিবি এ যাবৎ বাংলাদেশ সরকারকে ২৬.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণসহায়তা এবং ১.০৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশে উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে এডিবি প্রধানতঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, কৃষি, পানি সম্পদ এবং সুশাসন সেক্টরকে প্রাধান্য দেয়।